জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়ার বিজয় দিবস উদযাপন

কায়সার আহমেদঃ দীর্ঘ নয় মাস হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাঙালী জাতি। এই দিনটিতেই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় হানাদার পাকিস্তান বাহিনী। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১০ রবিবার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়া কমান্ড ইউনিট এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তিন অধ্যায়ের অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজ, বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেল এন্থনী খৌরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব খৌরী অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রশংসা করে বলেন যে বাংলাদেশীরা তাদের নিজ দক্ষতার জোরে আজ অস্ট্রেলিয়ার সরকারী চাকুরী, বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের শিক্ষকতা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত থেকে অস্ট্রেলিয়ার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝে ব্যবসা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান।

সংসদের আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আবুল হেলালউদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন বাংলার মাটিকে শত্রু মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছুটে এসেছিলো লক্ষ লক্ষ বাঙালী। তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরন করেন সেনাবাহিনী ও ইপিআর এর সেই সকল সদস্যদের যারা বাংলার স্বাধিকারের জন্যে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলো। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সহ তৎকালিন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। আরো স্মরন করেন মুক্তিযুদ্ধের সেনানায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী এবং মুক্তিযুদ্ধের জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান বীর উত্তম সহ সকল সেক্টর কমান্ডারকে।

জনাব হেলাল বলেন আজ স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও অর্জিত হয়নি অর্থনৈতিক মুক্তি। আজো আমরা শুনি মুক্তিযোদ্ধারা নিজ দেশেই নিগৃহিত। অসহায় জীবন যাপন করছেন দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে

শরীরের অঙ্গ হারানো গরীব মুক্তিযোদ্ধারা। তিনি প্রবাসী অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের পঙ্গু ও গরীব মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংসদের সদস্য সচিব ওয়ালিউর রহমান টুনু তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আপনাদের উপস্থিতিই আজকের অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। ভবিষ্যতেও আমরা আরো সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আপনাদেরকে উপহার দিতে পারবো আশা করি। তিনি বলেন এখন থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অস্ট্রেলিয়া নিয়মিত স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় মেলা করবে। তিনি অনুষ্ঠানটি সফল করতে সাহায্যের জন্যে বাংলা বার্তা, দেশ বিদেশ, বাসভূমি, সিডনিবাসি, বাংলা-সিডনি সহ সকল সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোচনা সভাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা কায়সার আহমেদ। আলোচনা সভার পরপরই অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন সিডনির বিশিষ্ট শিল্পীযুগল অভিজিত বড়ুয়া ও বিপাশা বড়ুয়া এবং লাকেম্বা বাংলা স্কুলের ছোট মনিরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযোদ্ধা নাসিম সামাদ। বৈকালিক চা-চক্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।